জাতীয় আয়ঃ পরিমাপ, অর্থনীতি ও আর্থনীতিক কাঠামো

> The great object of the political economy of every country, is to increase the riches and power of that country.
> Adam Smith, Wealth of Nations

—ডঃ মোহাম্মদ তারেক

১। ভূমিকা

যে কোন সমাজ-বিজ্ঞানের মত অর্থনীতির কেন্দু-বিন্দুতে রয়েছে মানুষ। এই আর্থনীতিক মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,-সে সব সময় তাঁর বৈষয়িক উন্নয়নে অথবা আর্থনীতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী।

এই বৈষয়িক উন্নয়নের অথবা আর্থনীতিক কল্যান বাড়ানোর প্রয়াস থেকেই সৃষ্ট হয় পণ্য ও সেবার। উৎপাদন থেকে আসে আয়। কিন্তু, একজন মানুষ শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা দ্বারা গঠিত নয়। একই সাথে সে সমাজবদ্ধ ও রাষ্ট্রবদ্ধ। তাই, আর্থনীতিক বিশ্লেষণ ও আলোচনা ব্যক্তির গণ্ডি থেকে বেড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিস্তৃত পরিসরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, ও সমাজ নিয়ে গড়ে উঠে। তাই প্রতিটি রাষ্ট্রের মোট জাতীয় অথবা সামাজিক আয়, —যা ঐ রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তির, সংগঠনের, সমাজের ও রাষ্ট্রীয় সরকারের আয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে, রাষ্ট্রটির আর্থনীতিক ক্ষমতার নির্দেশক হয়ে ওঠে।

এ প্রবন্ধটির[১] উদ্দেশ্য ত্রিবিধ ঃ (অ) জাতীয় আয় (National Income) প্রত্যয়টির সাথে অর্থনীতির মৌলিক জিজ্ঞাসা সমূহের সংযোগ ঘটানো, (আ) জাতীয় আয়

১। এ প্রবন্ধটি তৈরী করা হয়েছে মূলতঃ তাঁদের জন্য যাঁদের এর পূর্বে অর্থনীতির এ ধরণের প্রত্যয়ের সাথে পরিচয় ঘটেনি। তবে, অর্থনীতির সাথে পরিচয় যাঁদের আছে, তাঁরাও এ প্রবন্ধটি থেকে উপকৃত হবেন আশা করি।

২। National Income Accounting and Measures of National Income-দুটি পরস্পর সম্পর্কিত প্রত্যয়। তবে এদের মধ্যে প্রত্যয়গত পার্থক্য রয়েছে।

এবং সে সাথে নব্য-ধ্রুপদী অর্থনীতির (Neo-classical Economics) কিছু অনুমানের (Assumptions) তাৎপর্যের উপর দৃষ্টিপাত করা এবং (ই) বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতির (National Income Accounting)[2] সমস্যাও বাংলাদেশ অর্থনীতির সামাজিক কাঠামোর উপর সংক্ষেপে আলোচনা করা। প্রবন্ধটি কিছুটা তাত্ত্বিক এবং কিছুটা মাধ্যমিক সূত্রে প্রাপ্ত উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধটির আলোচনা শুরু করতে চাই একটা প্রশ্নের মাধ্যমেঃ জাতীয় আয় কি ?

২। জাতীয় আয়

জাতীয় আয় প্রত্যয়টির সাথে পরিচয়ের পূর্বে আরও দু'টি আর্থনীতিক প্রত্যয়ের সাথে পরিচয় ঘটা দরকার। প্রত্যয় দু'টি হলো- মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National product, GNP) এবং মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross Doinestic Product, GDP)।

(ক) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)

যে কোন আর্থনীতিক কর্মকান্ড শুরু হয়ে তাকে কোন অর্থনৈতিক পণ্য অথবা সেবা (Economic Good or Service) উৎপাদনের (Production) মাধ্যমে। কৃষক জমিতে ধান উৎদাপন করছে। একজন শিল্পপতি তার কারখানায় আপনি যে জামাটি পরে আছেন সেটি তৈরী করেছে।

আপনার কথাই ধরা যাক। ধরুন, আপনি একজন সরকারী চাকুরে। একজন সরকারী চাকুরে হিসেবে আপনি কি উৎপাদন করছেন ? আপনি যা উৎপাদন করছেন, তার নাম সেবা। এ সেবার দাম কি ? আপনার বেতন। এ মূল্য আপনাকে কতটা সময়ের ব্যবধানে দে'য়া হয় ? প্রতি মাস অন্তর।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আপনার মাসিক আয়ের তিনটে মাত্রা (dimensions) আছে। প্রথমতঃ আপনি আপনার শ্রম দিয়ে একটি আর্থনীতিক সেবা উৎপাদন করছেন। দ্বিতীয়তঃ এই সেবার একটা দাম (Price) আছে। তৃতীয়তঃ সময়ের একটা নির্দিষ্ট ব্যপ্তির ভেতর আপনার সেবাকে মুল্যায়ন করা হচ্ছে।

একইভাবে কোন রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে (Economy) তার কার্যকরী উৎপাদিকা শক্তি (Productive forces) বা তার সম্পদ (Resources) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়। এক বছরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত (Final) অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মোট আর্থিক মূল্য (Money Value) কে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (Gross domesrtc product, GDP) বলে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অথবা মোট জাতীয় উৎপাদন এর ভেতরে প্রবেশের পূর্বে একটা সাধারণ প্রশ্ন করা বাঞ্চনীয়। উৎপাদন (Production) কেন?

খ) উৎপাদন (Production) ও অর্থনীতি (Economics)

একজন সরকারী চাকুরে কেন সেবা উৎপাদন করছে? কারণ, এই সেবার একটা দাম আছে এবং এই সেবার মুদ্রা-মূল্য তার আয় (Income)। অর্জিত আয় দ্বারা তাঁর কিছু চাওয়া (Wants) সে পুরণ করতে পারে। সে সেবা উৎপাদন করছে তার শ্রম দিয়ে। সে তার শ্রম অন্য কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু, সে শ্রেয় মনে করেই সরকারী চাকুরিতে ঢুকেছে। মানুষ কি কি উপাদান ব্যবহার করে, কোন কোন আকাঙ্খা পূরণের জন্য কি কি দ্রব্য সেবা উৎপাদন করবে, এবং কিভাবে তা বন্টন হবে, এসব সম্পর্কে তাকে বুদ্ধিমত্তার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সে এমনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে সব থেকে বেশী লাভবান হওয়া যায়। নীচের প্রবাহ চিত্র দ্বারা যে কোন আর্থনীতিক কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করা সম্ভবঃ

আর্থনীতিক কর্মকান্ডের প্রবাহ-চিত্র

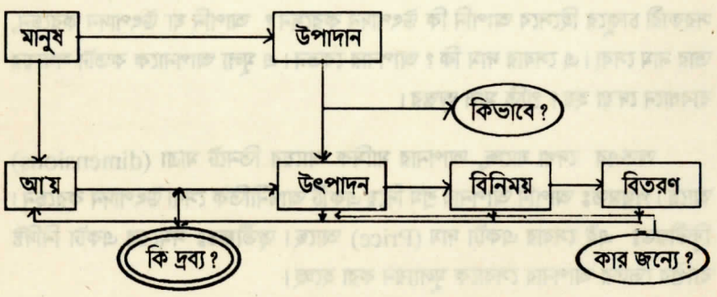

উপরের প্রবাহ-চিত্রের সাহায্যে অর্থনীতির সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের জবাব ও জবাবের বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যে কোন সমাজে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের জবাব অর্থনীতি দিয়ে থাকেঃ-

(অ) কি কি দ্রব্য উৎপাদিত হবে?

(আ) কিভাবে উৎপাদিত হবে? এবং

(ই) উৎপাদন কার জন্য?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- সেই সব দ্রব্য উৎপাদিত হবে, যে সব দ্রব্যের/সেবার চাহিদা আছে। চাহিদাকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছেঃ—

চাওয়া + চাওয়া পূরণের আর্থিক সামর্থ্য = চাহিদা

এই চাহিদার সংজ্ঞার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অর্থনীতির একটা বিতর্কিত প্রশ্নের উত্তর, আয়ের বৈষম্য কি ভাবে একটি সমাজের উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে? সমাজের নিঃস্ব গোষ্ঠীর অনেক চাওয়াই পূরণ হয়না, যেহেতু, তাদের ঐ সব চাওয়া পূরণ করার আর্থিক সামর্থ্য নেই। এজন্যে শিক্ষা ,স্বাস্থ্য ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা মেটাবার জন্য আমাদের মত দেশে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। একই কারণে, একটি সমাজে বিনিয়োগযোগ্য দ্রব্য (Investment Goods) উৎপাদিত না হয়ে ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হতে দেখা যায়। একটি দেশে আয়ের বন্টন যত অসম হবে, সে সমাজে তত বেশী ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত ও আমদানী হবে এবং সামাজিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য তত কম উৎপাদিত ও আমদানী হবে।

অর্থনীতির দ্বিতীয় মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছেঃ— উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা সমূহ কিভাবে উৎপাদিত হবে? উৎপাদিত দ্রব্য/সেবা এমনভাবে উৎপাদিত হবে, যাতে সমাজের নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করে প্রাপ্তি-সাধ্য প্রযুক্তি দ্বারা সবচেয়ে বেশী দ্রব্য/সেবা উৎপাদন করা যায়। এখানে লক্ষণীয়, উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনের সম্পর্কটি প্রচলিত প্রযুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। এই প্রযুক্তির বিবর্তনই মানব-সভ্যতাকে, আদিম সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে, বিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের পটপরিক্রমায় এনে উপস্থিত করেছে।

একজন ব্যক্তি যেমন তার চাহিদা পূরণ করার জন্য সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না, একইভাবে প্রত্যকটি দেশও তার চাহিদা অনুযায়ী সমস্ত দ্রব্য/সেবা উৎপাদন করতে পারে না। আর এজন্য বিনিময় প্রয়োজন। বিনিময় হয় টাকার মাধ্যমে। কখনও বা দ্রব্য

বিনিময়ের মধ্যে। আন্তর্জাতিক এই বিনিময় ব্যাখ্যা করতেই আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উদ্ভব।

এখন আমরা দেখবো, উৎপাদন কার জন্য? অর্থনীতির সবচেয়ে জটীল এই প্রশ্নটির স্বরূপ কি? নব-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা সরাসরিভাবে এর জবাবে বলেন— উৎপাদনের সুফল উৎপাদনের উপাদান সরবরাহকারীদের কাছেই পৌছিয়ে যায় তাদের উপাদানের অথবা উৎপাদনের উপকরণের পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, একটা সমাজে সম্পদের বন্টন অসম হলে তা উৎপাদনের সুফল বিতরণে এবং খোদ উৎপাদনে কি প্রভাব রাখবে? একটা প্রান্তবর্তী উদাহরণ নেত্তয়া যাকঃ—

ধরুন, সপ্তরাঙ্গা দেশে ফকা মাহমুদুল সমস্ত জমি ও পুঁজির মালিক। অন্যান্যরা শুধুমাত্র শ্রম সরবরাহ করে তাকে। উদাহরণটিতে স্পষ্ট যে, শ্রম সরবরাহকারীদেরকে ন্যূনতম শ্রম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অন্য দিকে উৎপাদনের সমস্ত সুফল ফকা মাহমুদুলের উপর বর্তাবে। সপ্তরাঙ্গা দেশটিতে যা উৎপাদিত হবে, তাও নির্ধারিত হবে ঐ একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছে অনুযায়ী। তাই, উৎপাদনের সুফল সমাজের সবার কাছে পৌছিয়ে দেবার জন্য সম্পদের সুষম বন্টন আবশ্যক। ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক কল্যানসাধনই অর্থনীতির মুল লক্ষ্য।

গ) ব্যষ্টিক থেকে সামষ্টিক উৎপাদন

এখন দেখা যাক, ব্যষ্টিক উৎপাদন থেকে কি ভাবে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পাওয়া যায়ঃ ধরুন, বঙ্গশাদ একটি ছোট দেশ। এখানে শুধুমাত্র বন্দুক ও মাখন উৎপাদন হয়। ১৯৮৮ সনের মোট উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ও তাদের দাম (Prices) নিম্নরূপঃ—

বন্দুক	দাম (টাকায় প্রতিটি)	মাখন	দাম (টাকায় প্রতি কেজি)
১০০ টি	১০	১০০০	১

বঙ্গশাদ দেশে ১৯৮৮ সনে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কত? সহজেই অনুমেয় এটা হবেঃ—

১০০×১০ +১০০০×১ = ২০০০ টাকা

তবে, বাস্তবে কোন দেশেই মাত্র দুটি খাত থাকে না। উপরোক্ত উদাহরণটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। বোঝার সুবিধার্থে। প্রকৃত পক্ষে,

অনেক দ্রব্য/সেবার অথবা খাতের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় বা সামষ্টিক অর্থনীতি। একটি দেশে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপ্তিতে (সাধারণতঃ এক বছর) যদি n সংখ্যক চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা উৎপাদিত হয় এবং এই n সংখক দ্রব্য / সেবার দাম যদি n সংখ্যক হয়, তা হলে দ্রব্য/সেবা সমূহকে নিম্নে বর্নিত দ্রব্য ভেক্টর (Commodity Vector) Q এবং সংশ্লিষ্ট দাম সমূহকে দাম ভেক্টর (Price Vector) P দ্বারা প্রকাশ করা যায়ঃ—

$P = [P_1 \; P_2 \cdots\cdots P_n]$

$Q = [Q_1 \; Q_2 \cdots\cdots Q_n]$

এ ক্ষেত্রে, আলোচ্য দেশের মোট অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন হবেঃ—

$GDP = PQ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (১)$

উপরোক্ত সংজ্ঞার অসম্পূর্ণতায় আমরা আবার ফিরে আসবো। এখন দেখা যাক, জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি কাকে বলে?

৩। জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি

জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি হচ্ছে দেশের সামগ্রিক (Aggregate) উৎপাদন পরিমাপের বিজ্ঞান। জাতীয় আয় হিসাব পদ্ধতির মূল সূত্র (Basic Principle) হচ্ছেঃ-- কোন অর্থনীতির মোট উৎপাদন-এর মূল্য ঐ অর্থনীতির জাতীয় আয়ের সমান। এ মূলটি খুবই সহজে উৎপাদন এবং আয়ের চক্রকার প্রবাহ (Circular - Flow) দ্বারা দেখানো সম্ভব।

যে কোন অর্থনীতিতে ক্রিয়াশীল আর্থনীতিক নিযুক্তক সমূহকে (Economic Agent) স্থূলভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ— (অ) ভোক্তাবর্গ ও (আ) উৎপাদকবর্গ। একজন ব্যক্তি একই সাথে ভোক্তা ও উৎপাদক হতে পারেন। উপরোক্ত বিভাজনটি তাই মূলত আর্থনীতিক নিযুক্তি সমুহের ভূমিকার বিভাজন, দৈহিক বিভাজন নয়।

ভোক্তারা ভোগ করেন-উৎপাদকরা যা উৎপাদন করেন। ভোক্তাদের ভোগ খরচ আয় হিসেবে পৌছায় উৎপাদক বর্গের কাছে। উৎপাদক বর্গ এই আয় দিয়ে উৎপাদনের উপকরণ কেনেন এবং উৎপাদক বর্গের এই খরচ আয় হিসাবে পৌছায় ভোক্তাবর্গের কাছে। কারণ, উৎপাদনের উপকরণ আসে ভোক্তাবর্গের কাছ থেকে।

আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের চক্রাকার প্রবাহ

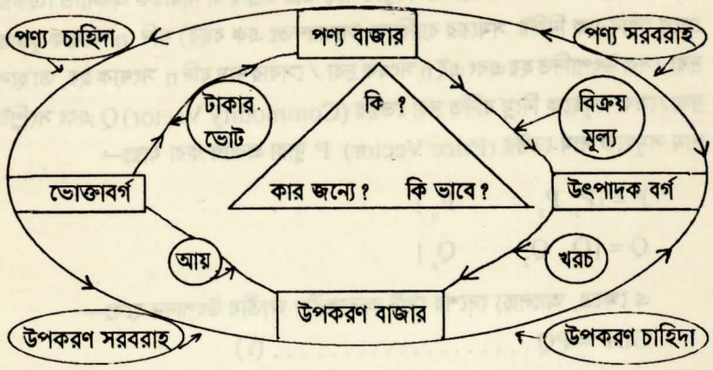

আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড তাই চক্রাকার। বাইরের চক্র অর্থনীতিতে পণ্য (ও সেবা) এবং উপকরণের প্রবাহ দেখায়। উৎপাদকবর্গ ভোক্তাবর্গকে পণ্য দেয়। আর ভোক্তাবর্গ উৎপাদক বর্গকে উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ করে। ভেতরের প্রবাহ টাকার প্রবাহ দেখায়। ভোক্তাবর্গ উৎপাদক বর্গকে বিক্রয়লব্ধ টাকা সরবরাহ করে যা উৎপাদনের খরচ হিসেবে ভোক্তাবর্গ–এর আয়ে রূপান্তরিত হয়। প্রবাহ দু'টি বিপরীতমুখী। চিত্রটি দেখায় কি ভাবে অর্থনীতির প্রধান সমস্যা সমূহ এই চক্রাকারে আবর্তিত আর্থনীতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত।

আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ও আয় পরিমাপ (সামগ্রিকভাবে)

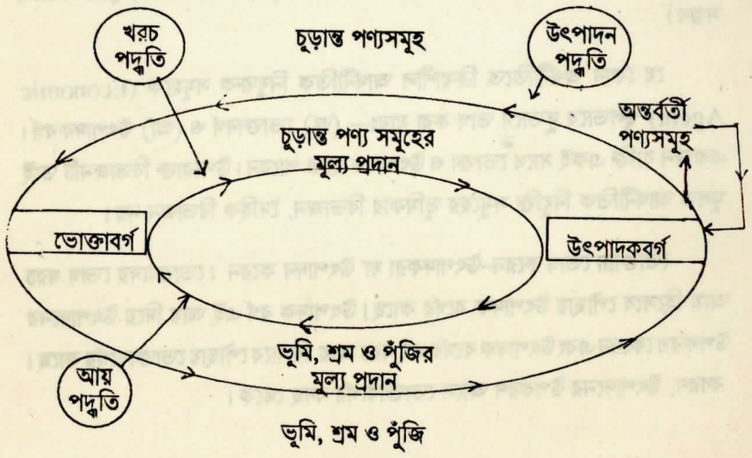

উপরোক্ত প্রবাহের উপরিভাগে দেখানো হয়েছে, উৎপাদকবর্গ হতে ভোক্তাবর্গের নিকট চূড়ান্ত পণ্যসমূহের প্রবাহ এবং সংশ্লিষ্ট অনুরূপ মূল্য প্রদান প্রবাহ ভোক্তাবর্গ হতে উৎপাদকবর্গ–এর দিকে। প্রবাহের নীচের অংশ দেখায়, ভোক্তাবর্গ হতে উৎপাদক বর্গ এর দিকে উৎপাদনের উপকরণের প্রবাহ এবং সংশ্লিষ্ট উল্টো প্রবাহটি, যা উৎপাদন উপকরণ সমূহের আয়ের। অর্ন্তবর্তী (Intermediate) পণ্য সমূহ উৎপাদকবর্গের ভেতরই বাণিজ্যিকভাবে লেনদেন হয় ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিঃশেষিত হয়। তাই, এসব পণ্য চক্রাকারে প্রবাহের অন্তর্ভূক্ত নয়। এবং GDP পরিমাপ করার সময় অর্ন্তভূক্ত করা হয় না।

উপরোক্ত চক্তাকের প্রবাহটি জাতীয় আয় হিসাব পদ্ধতির মূল অভেদটি (Identity) দেখায়ঃ চূড়ান্ত পণ্য্য ও সেবার মূল্য উৎপাদনের উপকরনের আয়ের সমান। সমীকরণ আকারে এই অভেদটিকে নিম্ন বর্ণিত উপায়ে প্রকাশ করা যায়ঃ

মোট খরচ = মোট উৎপাদন

= মোট আয়.....(২)

চূড়ান্ত পণ্য ও অর্ন্তবর্তী পণ্যের পার্থক্য বোঝার জন্য নিম্নে বর্ণিত উদাহরণটি ধরা যাকঃ—

বীজ বপন করে কৃষক ধান উৎপাদন করে। ধান মাড়াই করে ধানের দানাকে আলাদা করা হয়। ধান সিদ্ধ করে রোদে প্রক্রিয়া জাত করা হয়। পরে ঢেঁকিতে অথবা কলে ছাটাই করা হয়। ধান থেকে চাল হয়। কিছুটা চাল কৃষক ভোগ করে এবং বাকী অংশ বিক্রি করে। চাল ব্যবসায়ী (অথবা কোথায়ও সরকার) চাল বাজার জাত করে। ভোক্তারা বাজার থেকে চাল ক্রয় করে।

উদাহরণে অর্ন্তবর্তী পণ্য বা সেবা হচ্ছেঃ-- (অ) বীজ, ধান, চাষ, (আ) ধান মাড়াই করা, (ই) ধান ঢেঁকিতে বা কলে ছাঁটা, (ঈ) চাল বাজার জাত করা ও চূড়ান্ত পণ্য হচ্ছেঃ (অ) যে অংশ কৃষক ভোগ করছে এবং (আ) যে চাল ভোক্তা বাজার থেকে ভোগের জন্য ক্রয় করেছে।

প্রতিটি অর্ন্তবর্তী পর্যায় মূল্য সংযোজিত হয়। একটি চূড়ান্ত পণ্য বাজারে ভোক্তার কাছে বিক্রীত হবার পূর্বে বিভিন্ন অর্ন্তবর্তী পর্যায়ে মোট যে মূল্য সংযোজিত হয়, তার পরিমাণ দ্রব্যটির বাজার মূল্যের সমান। তাই অর্থনীতির একটি বছরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত পণ্য সেবার সংযোজিত মূল্য যোগ করেও জাতীয় আয় পাওয়া সম্ভব। অর্থনীতির পরিভাষায় এভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করাকে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি (Value Added Method) বলা হয়।

চূড়ান্ত ও অন্তর্বর্তী পণ্যের সম্পর্ক

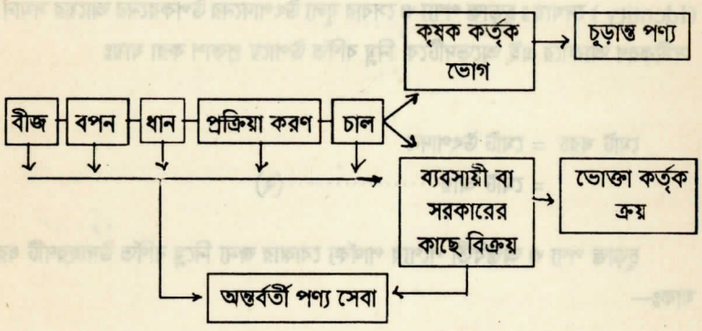

৪। GDP কি ভাবে পরিমাপ (Measured) করা হয়?

কোন দেশের GDP কত? এটা তিন ভাবে পাওয়া যেতে পারেঃ—

(অ) সামগ্রিক উৎপাদনের মূল্যের সমষ্টি দ্বারা (উৎপাদন পদ্ধতি);

(আ) সামগ্রিক খরচের পরিমাপ করে (খরচ পদ্ধতি) এবং

(ই) মোট আয় হিসাব করে (আয় পদ্ধতি)।

তিনটি পদ্ধতিই আয়ের চক্রাকার প্রবাহে প্রতিভাত এবং সমীকরণ নং ২ দ্বারা চিহ্নিত। প্রথম পদ্ধতিটি সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে (সমীকরণ নং ১)।

GDP পরিমাপের উদাহরণ দু'টি উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্গত (সমীকরণ নং ১)। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি ঃ—

মোট আয় = মোট উৎপাদনের মূল্য = মোট খরচ

যদি জাতীয় আয়ের সমস্ত উপাত্ত ভোক্তাদের খরচ প্রবাহ থেকে নেয়া হয়, তা হলে খরচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।আর যদি সমস্ত উপাত্ত ভোক্তাদের আয়ের প্রবাহ থেকে নেয়া হয়, তা হলে সেটাকে আয় পদ্ধতি বলা হয়। মূল্য সংযোজন পদ্ধতি চরিত্রগত ভাবে আয় পদ্ধতির অন্তর্গত। যখন মোট উৎপাদনের প্রবাহ থেকে জাতীয় উৎপাদন বের করা হয়, তখন সেটাকে উৎপাদন পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে।

৫। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনঃ খরচ পদ্ধতি

ব্যবহার অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনকে চারভাগে ভাগ করা যায়ঃ মোট উৎপাদনের কিছু অংশ ভোগ (Consumption Expenditiured, Cd) করা হয়, কিছু অংশ বিনিয়োগ করা হয় (Investmemt Expenditure, I_d), কিছু অংশ খরচ করে সরকার (Gouernment Expenditure, G_d) এবং বাকী অংশ রপ্তানী (Export) করা হয়ে থাকে। তা হলে সমষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে GDP কে নিম্নে বর্ণিত সমীকরণ দ্বারা সংখ্যায়িত করা যায়[৩] ঃ—

$$GDP = C_d + I_d + G_d + X \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (৩)$$

মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন

C_d	I_d
G_d	x

কিন্তু, আমরা কি শুধু মাত্র দেশী পণ্য ও সেবা ভোগ করি? আমাদের দেশে শুধু কি দেশী পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়?

বাস্তব জগত থেকে আমরা ভোগ (Consumption Expenditure C), বিনিয়োগ (Investment Expediture, I) ও সরকারী খরচ (Government Expeditue, G)–এর যে উপাত্ত পাই সেখানে অভ্যন্তরীণ দ্রব্য অথবা সেবার উপর ভোগ (C_d) যেমন থাকে, তেমন থাকে বৈদেশিক দ্রব্য অথবা সেবার উপর (C^f) ভোগ।

---

৩. ছোট হাতের ডি (d) ব্যবহার করা হয়েছে 'domestic' কথাটি বোঝানোর জন্য।

অনুরূপভাবে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সঞ্চিত বিনিয়োগ (I_d) যেমন থাকে, তেমন থাকে বিদেশ থেকে প্রেরিত পুঁজির বিনিয়োগ (I_f)। সরকারের খরচেরও একটা অংশ আসে বিদেশ থেকে (G_f)। আমরা জানি C_f, I_f ও G_f এর সমন্বয়েই একটি দেশের মোট আমদানী খরচ (M) গড়িত। তা হলে আমরা লিখতে পারিঃ

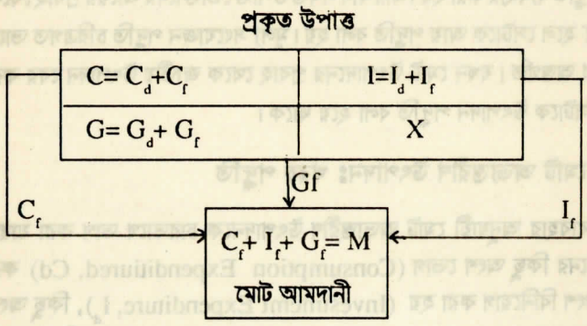

আমরা জানি C_f, I_f ও G_f-এর সমন্বয়েই একটি দেশের মোট আমদানী খরচ (M) গঠিত। তা হলে আমরা লিখতে পারিঃ

প্রকৃত উপাত্ত = C + I + G + X

অথবা,

প্রকৃত উপাত্ত — M = C + I + G + X - M

$= C_d + I_d + G_d + X$

= GDP. . . . . (4)

উপরোক্ত অভেদটিই খরচ পদ্ধতি অনুযায়ী মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বীজ গাণিতিক প্রকাশ। এখন দেখা যাক, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মোট জাতীয় উৎপাদনের সম্পর্কটি কি?

৬। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GNP) ও মোট জাতীয় উৎপাদন (GDP)

আমরা জানি, কিছু বাংলাদেশী বিদেশে কাজ করছেন। এবং তাঁরা তাঁদের আয়ের একটি অংশ দেশে পাঠাচ্ছেন (REMITANCE , R_d)। একই ভাবে বাংলাদেশে কিছু

৪. ছোট হাতের এফ (f) ব্যবহার করা হয়েছে 'Forcign বা 'বিদেশ' শব্দটি বোঝাতে।

বিদেশী কাজ করছেন এবং তাঁদের পুঁজির আয়ের একটা অংশ বাংলাদেশ থেকে বাইরে পাঠাচ্ছেন (R_f)। R_d ও R_f-এর পার্থক্যকে নীট উপরকণ আয় (Net Factors' Earnings) বলে। তা হলে GDP ও GNP-র সম্পর্ক হচ্ছে নিম্ন রূপঃ

$$GDP + Rd - Rf = GNP \cdots\cdots\cdots\cdots (৫)$$

সমীকরণ নং (৫) থেকে দেখা যায়ঃ

একটি দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে নীট উপকরণ আয় যোগ দিলে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো যে, মোট অভ্যন্তরীণ উপাদানকে আমরা বিন্যাস (Disposal) অনুযায়ীও চার ভাগে ভাগ করতে পারিঃ মোট ভোগ (C), মোট সঞ্চয় (S), মোট কর (T), ও হস্তান্তরিত আয় (Trasfer Payments, T_r)। সেক্ষেত্রে লেখা[৫] যায়ঃ

$$GDP = C+S+T+T_r$$
$$= C + I + G + X - M \cdots\cdots\cdots\cdots (৬)$$

সমীকরণ নং ৬ কেইন্সীয় অর্থনীতির মূল নির্যাস হিসেবে জাতীয় আয় নির্ধারণে মূল ভূমিকা রাখে। তবে, এ বিষয়টি বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় বস্তু নয়। তাই, আলোচনার বাইরে রাখা হলো।

৭। জাতীয় আয়ঃ পুনরায়

এ পর্যন্ত আমরা অর্থনীতি, উৎপাদন ও জাতীয় উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেখবো মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে কিভাবে জাতীয় আয়কে বের করা যায়।

(ক) নীট্ জাতীয় উৎপাদন (Net National Product, NNP)

কোন নির্দিষ্ট বছরে কতজন নতুন যোগ হলো পূর্বের জনসংখ্যার সাথে? এটা জানার জন্য ঐ বছরের মোট কতজন জন্ম নিলো, যেমন জানার দরকার আছে, একইভাবে জানার দরকার আছে কতজনের ঐ বছরে মৃত্যু হলো। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। প্রতি বছর মোট বিনিয়োগের (I) সাথে সাথে কিছু কিছু পুঁজির মৃত্যু বা অবচয়

---

৫. দান, অনুদান, চ্যারিটি ইত্যাদি বিষয়সমূহ হস্তান্তরিত আয় হিসেবে গন্য করা হয়।

(depreciation) ঘটছে। নীট বিনিয়োগ (I_n) ঘটছে মাত্র (I –অবচয়) এর সমান। তাই নীট জাতীয় উৎপাদনকে লেখা যায়ঃ [৬]

NNP = GNP–অবচয়

= C+I+G+X -M-অবচয়

= $C+I_n+G+X-M$ .... (৭)

(খ) জাতীয় আয় (National Income, NI)

GDP–র উদাহরণ ও সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি, GDP–র এবং সে অর্থে GDP অথবা NNP–র পরিমাপ করা হয়ে থাকে বাজার দামে। কিন্তু, আমি অথবা আপনি কোন পণ্য অথবা সেবার জন্য যে দাম দেয়ে থাকি, সে দামের মধ্যে অপ্রত্যক্ষ কর (indirect Taxes) থাকে। কাজেই, কোন দেশের কোন এক নির্দিষ্ট বছরের সত্যিকারের উৎপাদন অথবা আয় সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে NNP থেকে অপ্রত্যক্ষ কর বাদ দিতে হবে। অতএব NI = NNP – অপ্রত্যক্ষ কর .... (৮)

সমীকরণ ৮ সমীকরণ ২–এর যথার্থতা প্রমাণ করে। এখন দেখা যাক, একটা দেশের জাতীয় উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় পরিমাপ করা এত প্রয়োজনীয় কেন?

জাতীয় আয় কেন?

(ক) তথ্য ও নীতি

একজন রুগ্ন লোকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা অনাবশ্যক। এমনকি একজন সুস্থ্য ব্যক্তির শরীরের তাপ মাত্রা যেমন, তেমনি GNP অথবা NNP অথবা NI কোন দেশের আর্থনীতিক স্বাস্থ্যের অবস্থান সর্ম্পকে ধারনা দেয়। এবং আর্থনীতির স্বাস্থ্যের অসুস্থতা ধরা পড়লে সে সম্পর্কে যথাযথ নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হয় সুস্থতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে।

কোন নির্দিষ্ট বছরের জাতীয় আয় হচ্ছে উপাত্ত নির্ভর একটা পরিমাপ। পরিমাপ থেকে তথ্য পাই। এ তথ্য থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌছায় দেশের আর্থনীতিক অবস্থা

---

৬. এ অনুচ্ছেদের আলোচনায় নীট উপকরণ আয়কে শূন্য অথবা C, I ও G –র অর্ন্তভূক্ত ধরা হয়েছে।

ও তার কারণ সম্পর্কে। যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় তত্ত্ব বলে। এবং তত্ত্বের ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। নীতির বাস্তবায়ন ও ফলাফল হিসেবে পরবর্তি বছর জাতীয় আয় পরিমাপের মাধ্যমে আবার একটি তথ্য পাই। এবং তত্ত্বের পরিশীলনের মাধ্যমে জাতীয় নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। তথ্য, তত্ত্ব ও নীতির মধ্যেক্যার এই ত্রৈমাত্রিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ প্রয়োগই উন্নয়ন প্রয়াসী দেশ সমূহের আর্থনীতিক চাকাকে সফল করতে পারে।

তথ্য, তত্ত্ব, ও নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক

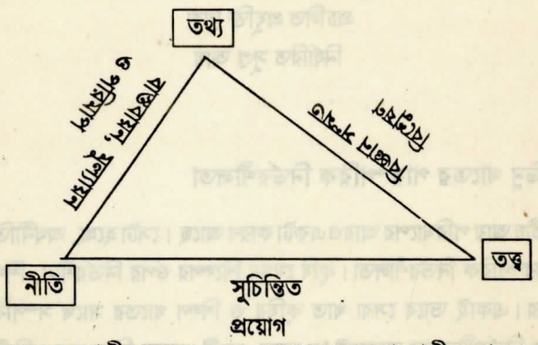

(খ) সত্যিকারের জাতীয় আয় (Actual NI) এবং সুপ্ত জাতীয় আয় (Potential NI)

কোন রাষ্ট্রের প্রাপ্তসাধ্য সমস্ত সম্পদের প্রচলিত প্রযুক্তির আওতায় সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুপ্ত আয়ের দ্বোরে পৌছানো সম্ভব। সত্যিকারের আয় থেকে সুপ্ত আয়ের দিকে এই যাত্রা-পথে সামিল সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ। শুধু মাত্র উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমেই সুপ্ত আয়ের সোনালী দিগন্তের কাছাকাছি পৌছানো সম্ভব। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, সুপ্ত জাতীয় আয় অনড় কোন কিছু নয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সুপ্ত জাতীয় আয়ের স্তরকে সব সময় আমাদের নাগালের বাইরে রাখা সম্ভব। মানব জাতিয় প্রগতির ইতিহাসই হচ্ছে প্রযুক্তির প্রগতির ইতিহাস।

নীতি, প্রযুক্তি, আয় ও সুপ্ত আয়ের সম্পর্ক

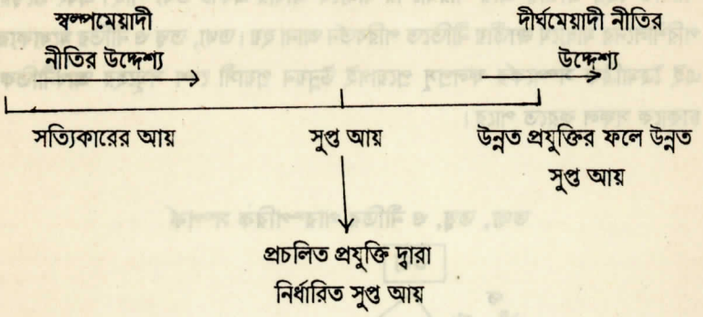

(গ) বিভিন্ন খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

জাতীয় আয় পরিমাপের আরও একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। কৃষি যেমন শিল্পের ওপর নির্ভরশীল, শিল্প তেমন কৃষির উপর। একাই ভাবে সেবা খাত কৃষির ও শিল্প খাতের সাথে সম্পর্কিত। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণেই যে কোন একটি খাতের বিশৃঙ্খলা প্রতিটি খাতকে অদক্ষ করে তুলতে পারে। উন্নয়ন নীতি ও কৌশল প্রণয়ণের সময় প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন কোন খাতের অনুয়ী (Likage) প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

দু'টি বছরের মাঝে শুধু উৎপাদনেরই পরিবর্তন হয় না। সাথে সাথে পরিবর্তন হয় দামের। তা হলে কি ভাবে দু'টো বছরের মোট উৎপাদন অথবা জাতীয় আয় তুলনীয়?

৯। মুদ্রাগত মোট উৎপাদন (Nominal GNP) ও প্রকৃত মোট উৎপাদন (Real GNP)

আমরা দেখেছি, মোট উৎপাদন মূল্যায়িত করা হয় টাকায়। কাজেই, টাকার মূল্য কমলে পণ্যের দাম বাড়ে এবং উৎপাদন না বাড়লেও উৎপাদন মূল্য বেড়ে যায়। তাই বিভিন্ন বছরের মোট উৎপাদন সমূহকে স্থির দামে (Constant Price) প্রকাশ করা হয়।

এখন দেখা যাক এ দশকে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির গতি প্রকৃতি কেমন ছিলো।

সারণী-১

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি (মিলিয়ন টাকায়)
(১৯৭২-৭৩ এর স্থির মূল্যে)

	১৯৮০/৮১	১৯৮১/৮২	১৯৮২/৮৩	১৯৮৩/৮৪	১৯৮৪/৮৫	১৯৮৫/৮৬	১৯৮৬/৮৭	১৯৮৭/৮৮
স্থিরমূল্যে (১৯৭২/৭৩)								
জাতীয় আয়	৭১৬৪৪	৭২২২৬	৭৪৮৩৫	৭৮০০৩	৮০৯০৩	৮৪৭০৮	৮৮০৭৭	৮৯৬৮১
প্রকৃত বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার	(৬.৮)	(০.৮)	(৩.৬)	(৪.২)	(৩.৭)	(৪.৭)	(৪.০)	(১.৮)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২.৩১	২.৬	২.২৭	২.২৫	২.২৬	২.২৯	২.২১	

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উপরোক্ত সারণী থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হারের প্রবণতা নিম্নমুখী। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রবণতা ধ্রুব পর্যায়ে বিদ্যমান। কাজেই, আর্থনীতিকভাবে অধঃগামী আমরা। আমাদের এ বিপর্যয় কে রুখবে? কিভাবে রুখবে? আমাদের নিম্নমুখিতার কারণ কি? হয় আমাদের তথ্যগত ভিত্তি দুর্বল, তাই সঠিক তত্ত্বে ও নীতিতে পৌছাতে পারছি না অথবা ভুল তত্ত্ব ও নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে অথবা আমাদের নীতি আমাদের রাজনীতিবিদ্‌দের ও পরিকল্পনাবিদদের মূল্যবোধ থেকে জাত, বিজ্ঞান সম্মত তথ্য ভিত্তিক নয়।

উৎপাদনের উঠা নামা বোঝার সুবিধার্থে একটা ছোট উদাহরণ নেয়া যাকঃ–

উদাহরণ ঃ

বঙ্গরঙ্গ দেশে গত দু'বছর যে আয় হয়েছে তা নিম্নের সারণীতে দেওয়া হলো।

সারণী –২

সাল	উৎপাদন (একক)	দাম (টাকায়)	মোট মুদ্রাগত আয়	প্রকৃত আয় (৮৭–এর দামে)
১৯৮৭	১০০	১০০	১০০×১০০ =১০,০০০	$১০০০০ \times \frac{১০০}{১০০} = ১০,০০০$
১৯৮৮	১০০	২০০	১০০×২০০=২০,০০০	$২০০০০ \times \frac{১০০}{২০০} = ১০,০০০$

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিভিন্ন বছরের প্রকৃত উৎপাদন ও প্রকৃত আয়ের অনুপাত অবশ্য সমান হবে। প্রকৃত GNP–র সঙ্গা হচ্ছে [৭]

$$\text{প্রকৃত GNP} = \frac{\text{আর্থিক NGP}}{\text{ডিফ্লেটর}} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \quad (৯)$$

ডিফ্লেটর হচ্ছে একটা আপেক্ষিক সূচক যা যে কোন বছরের GNP কে ভিত্তি–বছরের (Base Year) দামে প্রকাশ করে। উপরোক্ত উদাহরণে ঃ

$$\text{ডিফ্লেটর}_{৮৮} = \frac{৮৮ \text{ এর দাম}}{৮৭ \text{ এর দাম}}$$

এখন আসুন, আমরা দেখি প্রকৃত GNP –র কোন অসম্পূর্ণতা রয়েছে কিনা?

১০. GNP কি দেখাতে চায়? কি দেখাতে পারে না?

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে GNPঃ (অ) জাতীয় কল্যাণ, (আ) সমাজিক উৎপাদন ও (ই) আর্থনীতিক শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু, সব আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড টাকা দ্বারা মূলায়িত করা সম্ভব নয়। যেমন, গৃহ–গৃহিনীর কর্মকাণ্ড। অনেক কর্মকাণ্ড বাজার বহির্ভূত হতে পারে। যেমন–বাংলাদেশের একজন কৃষক তার উৎপাদনের কিছু অংশ নিজেই ভোগ

---

৭. এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, আর্থিক আয় ও আর্থিক GNP অথবা GDP কে প্রকৃত সংখ্যায় প্রকাশ করার পদ্ধতি একই হবে।

করে। আপনার সেবার সত্যিকার দাম কি? পেনশন, গ্রাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধাদির মূল্য কি ভাবে GNP-তে দেখানো হবে? বিশ্রামের মূল্য কি? কিন্তু, বিশ্রাম আপনাকে শান্তি দেয় এবং এর কাম্যতা রয়েছে।

অদৃশ্য ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড কি GNP-তে ধরা হয়? আর্থনীতিক অপর্ণ্য- এর বিভাজন নিম্নরূপঃ

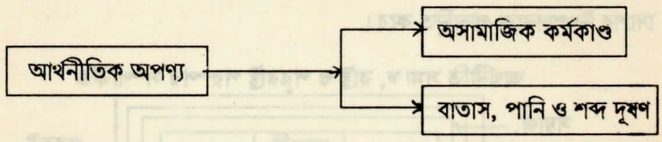

এ ধরনের পণ্য বা সেবা কোন সমাজের আর্থনীতিকে মঙ্গল (Economic Welfare) আনে না।

জাতীয় উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করার সময় প্রশ্ন আসা স্বাভাবিকঃ প্রতিটি পণ্য বা সেবার বাজার দাম (Market price) ও তার সামাজিক মূল্য (Social Price) কি সমান? অবশ্যই সমান নয়। এবং যেহেতু সমান নয়, GNP-কে সামাজিক উৎপাদনের সাথে তুলনায় করা সম্ভব নয়। একমাত্র পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি বিরাজমান থাকলে এবং অর্থনীতিতে কোন বাহ্য প্রভাব (Externalities) না থাকলেই জাতীয় উৎপাদনকে সামাজিক উৎপাদন বলা যায়।

আমরা সাধারণতঃ দু'টি অর্থনীতির GNP তুলনা করে তাদের আপেক্ষিক শক্তি বুঝতে চাই। কিন্তু, দু'টি অর্থনীতির মোট জাতীয় উৎপাদন তুলনীয় কি? এক অর্থে নয়। কারণ, কোন দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে ক্রয় ক্ষমতার উপর। প্রতিটি দেশে ক্রয় ক্ষমতা এক নয়। প্রতিটি দেশের প্রয়োজনও এক নয়। প্রয়োজন অনেক সময় ভৌগলিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরপরও প্রশ্ন থাকে ঃ উচ্চ GNP কি শক্তিশালী অর্থনীতির পরিচায়ক? পুরোপরিভাবে নয়। কারণ, দু'টো অর্থনীতির সমান আয় হবার পরও তাদের মাথা পিছু আয়ের প্রচুর পার্থক্য থাকতে পারে। আবার মাথাপিছু আয় খুব বেশী হবার পরও অর্থনীতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক- আর্থনীতিক কাঠামো দুর্বল হতে পারে। যেমন, তলে উৎপাদনকারী দেশসমূহ।

---

৮. Deflator শব্দটির বাংলা করার চেষ্টা করিনি।

১১। কোন দেশের জাতীয় আয় কিসের উপর নির্ভরশীল?

প্রথম এবং প্রধান নিয়ামক জনসংখ্যা। জনসংখ্যার দ্বারা কোন দেশের সেবা/শ্রম নির্ধারিত হয়। আবার শ্রমই সব নয়। শ্রমশক্তি দক্ষ ও ফলনশীল হওয়া বাঞ্চনীয়। শ্রমের দক্ষতা ও ফলনশীলতা কিসের উপর নির্ভরশীল? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মূল্যবোধ, সমাজ কাঠামো, রাজনেতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির উপর শ্রমের ফলনশীলতা নির্ভরশীল। এমনকি আন্তর্জাতিক সম্পর্কও বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের ভেতর দিয়ে একটি দেশের উৎপাদনকে প্রভান্বিত করে।

অর্থনীতি সমাজ, রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র পরস্পর সম্পর্কিত

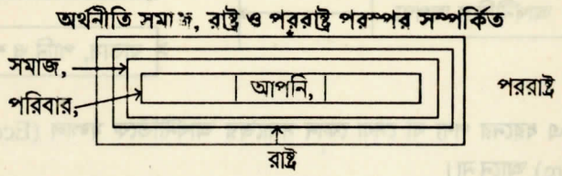

প্রাকৃতিক সম্পদ ও তার সদ্ব্যবহার এর উপর অনেকটা নির্ভর করে জাতীয় উৎপাদন কত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেঃ সম্পদহীনতা কি উচ্চ GNP-র অন্তরায়? সব সময় নয়। যেমন, জাপান। কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তি উৎপাদনের উপরকণ ও উৎপাদনের মধ্যেকার সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে উপকরণের মাথাপিছু উৎপাদন বাড়াতে পারে। বাণিজ্য বিনিময় হারও (Terms of Trade) একটি দেশের মোট উৎপাদনের উপর প্রভাব রাখে। বর্তমান বিশ্বে উন্নত শিল্পায়ত্ত দেশসমূহ প্রধানতঃ কাচাঁ মালের বিনিময় অনুন্নত দেশে শিল্প দ্রব্য রাপ্তানী করে। কাঁচামালের বিনিময় হার ঐতিহাসিকভাবে কমে যাচ্ছে। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য-এর প্রভাবও রয়েছে মোট উৎপাদনের উপর। ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তোলে দেশের সাংস্কৃতিক মণ্ডল। আর এই সাংস্কৃতিক মণ্ডল প্রভান্বিত করছে উৎপাদনকে।

১২। বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনঃ গঠন ও বিন্যাস

বাংলাদেশে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় আয় সংক্রান্ত সমস্ত উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকাশনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই ব্যুরোটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ডিভিশনের অধীন। বাংলাদেশে জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার জন্য প্রধানতঃ উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পারস্পরিক স্বতন্ত্র এগারোটি খাতে বিভাজন করা হয়।

পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশ আর্থনীতিকে বিভিন্ন খাতে যেভাবে ভাগ করেছে সেটা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

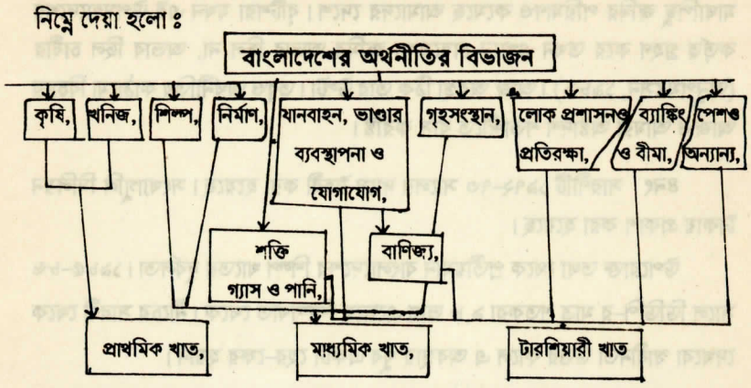

উপরোক্ত এগারোটি খাতের মধ্যে কৃষি ও খনিজ খাতকে প্রাথমিক খাত (Primary Sector) শিল্প, নির্মান ও গৃহসংস্থান খাতকে মাধ্যমিক খাত (Secondary Sector) এবং অন্যান্য খাতকে টারশিয়ারী (Tertiary Sector) খাত বলে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, শিল্পায়িত দেশসমূহে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক খাতের অবদান সবচেয়ে বেশী ছিলো। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে এ খাতে অবদান কমেছে। আর শিল্প খাতের অবদান রেড়েছে। নীচের সারণী থেকে স্পষ্ট শিল্পায়িত দেশসমূহে যতই শিল্পায়নের বিস্তৃতি ও গভীরতা পেয়েছে ততই ধীরে ধীরে কৃষির উপর নির্ভরতা কমেছেঃ

সারণী-৩

শিল্পায়ত দেশে কৃষিতে নিয়োজনের বিবর্তন

দেশের নাম	১৮৩০	১৮৭০১	১৯১০	১৯৬০
যুক্তরাজ্য	২৩	১৫	৮	৪
যুক্তরাষ্ট্র	৭১	৫১	৩২	৯
সুইডেন	৬৩	৫৬	৪৮	১৪
ফ্রান্স	৬৩	৫০	৪১	২৫
জাপান	৬৩	৮২	৬৩	৩৩

সূত্র ঃ এল, জি, জিম্মারম্যান, Poor Lands, Rich Lands, পৃ. ৮০

সারণী-৪

এক নজরে ১৯৮৫-৮৬ সালের বাংলাদেশের GDP ও GNP

খাত	মোট মূল্য	প্রধান খাত	GDPতে অবদান (শতকরা হারে)	GNP তে অবদান (% হারে)
১. কৃষি	৩৯০৯৪			
২. খনিজ	২	ক. প্রাথমিক	৪৬.২৮	৪৪.৯৩
৩. শিল্প	৮২৮২	খ. শিল্প	৯.৮	৯.৫১
৪. নির্মাণ	৪১৬৯			
৫. শক্তি, গ্যাস, পানি ইত্যাদি	৫৯২	খ. মাধ্যমিক	২১.৭৮	২১.১৫
৬. যানবাহন যোগাযোগ ইত্যাদি	৫৭৮৭	গ. অন্যান্য	৪৩.৯২	
৭. বাণিজ্য	৭৬০০	গ. অন্যান্য	৪৩.৯২	
৮. গৃহ-সংস্থান	৫৯৪৯			
৯. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৪৩২২	গ. টারশিয়ারী	৩১.৯৪	৩৩.৯২
১০. ব্যাংকিং বীমা	১৯৫১			
১১. পেশাগত ও অন্যান্য সেবা	৬৭৩৪			
১২. রেমিট্যান্স[৯]	২৫২৯			
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন= ৮৪৪৮২			মোট= ১০০	মোট= ১০০
আমোট জাতীয় উৎপাদন =৮৭০১১				

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৯. সম্ভবতঃ রেমিট্যান্সের হিসেব টি স্থূল (gross) নীট (Net) নয়।

শিল্পায়নের অভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে যতই চাপ বেড়েছে মাথাপিছু জমির পরিমাণও কমেছে আমাদের দেশে। বৃটিশরা যখন এই উপমহাদেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন এখানে চাষযোগ্য জমির অভাব ছিল না, অভাব ছিল চাষীর (অনুপম সেন, ১৯৮৯)। আজ অবস্থা ঠিক তার উল্টা। তবুও অর্থনীতির কাঠামো বিচারে আজও আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাস করছি।

৪নং সারণীটি ১৯৭২–৭৩ সালের দামে তৈরী করা হয়েছে। সংখ্যাগুলি মিলিয়ন টাকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান বাংলাদেশের শিল্প খাতের দুর্বলতা। ১৯৮৫–৮৬ সালে ডিডিপি–র মাত্র শতকরা ৯.৮ ভাগ এসেছে শিল্পখাত থেকে। নীচের সারণী থেকে দেখবো স্বাধীনতা উত্তর কালে এ অবস্থার খুব একটা হের–ফের হয়নি।

সারণী–৫

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও গঠন

(১৯৭২/৭৩ সালের মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

খাত	১৯৭২/৭৩ সালের জাতীয় আয়	১৯৮৪–৮৫ সালের জাতীয় আয়	বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার (%)	জাতীয় আয়ের (শতাংশে)	অংশ
				১৯৭২।৭৩	১৯৮৪/৮৫
(১) কৃষি	২৭২২.০	৪২৪৮.৬	৩.৮	৬০.১	৫৪.৩
(২) শিল্প	৩২৯.৮	৬৭৬.৮	৬.২	৭.৩	৮.৬
(৩) অন্যান্য খাত	১৪৭৮.২	২৯০৩.৬	৫.৮	৩২.৬	৩৭.১
মোট	৪৫৩০.০	৭৮২৯.০	৪.৭	১০০	১০০

সূত্রঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৮৫–৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

ঐতিহাসিকভাবে শিল্প-উন্নত দেশে শিল্প খাতে একটা ব্যাপক উন্নয়ন-পর্যায়ে পৌছানোর পর থেকে টারশিয়ারী খাতের অবদান বাড়া শুরু হয়। কারণ, মূলতঃ খাতটির (অ) সরাসরি উৎপাদনশীলতা কম এবং (আ) অনেকটা ভোগধর্মী চরিত্র। অতএব, আমাদের জাতীয় উৎপাদনে প্রাথমিক ও টারশিয়ারী খাতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা এবং শিল্প খাতের করুণ চিত্র (সারণী-৫ ও সারণী-৪) আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ব্যর্থতারই পরিচায়ক। এ ধরণের উৎপাদন-কাঠামো একটা অধঃগ্রামী, পরজীবী এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য নির্ভর অর্থনীতির বেদনাদায়ক প্রতিচ্ছবি।

১৩। উপসংহারঃ

কেইন্সীয় অর্থনীতি মূলত অসম্পূর্ণ নিয়োজনের অর্থনীতিতে যার মূল চাবিকাঠি হচেছ রাজস্ব নীতির মাধ্যমে অর্থনীতির নিয়োজন বাড়িয়ে পূর্ণ নিয়োজন বা সুপ্ত জাতীয় উৎপাদনের দিকে অর্থনীতিকে ধাবিত করা। এই কেইন্সীয় নীতিই বিরাট মন্দা থেকে পাশ্চাত্য শিল্পায়িত দেশ সমূহকে এ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে মুক্তি দেয়। এ শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত এই কেইন্সীয় নীতি-দাওয়াই-এর জয়জয়াকার অব্যাহত থাকে। যদিও কাঠামোগত কারণে অনুন্নত দেশ সমূহে কেইন্সীয় মডেলের প্রয়োগ ও কার্যকারিতা ছিলো সীমাবদ্ধ।

কেইন্সীয় অর্থনীতির জয়যাত্রার সাথে সাথে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় অর্থনীতির কৃতিসূচক হিসেবে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে জাতীয় আয়-এই সামষ্টিক ধারণাটি কিভাবে ব্যষ্টিক উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত? কিভাবে নবধ্রুপদী আর্থনীতি বিভিন্ন অনুমানের অক্রিয়াশীলতা জাতীয় উৎপাদনকে প্রভাবন্বিত করতে পারে? কিভাবে সমাজ, রাষ্টনীতি ও সংস্কৃতিক বাতাবরণ অর্থনীতি ও জাতীয় আয়-এর উপর প্রভাব ফেলে। সর্বশেষে বাংলাদেশের জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ ও গঠন-বিন্যাস নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এবং দেখেছি, জাতীয় আয়-এই প্রত্যয়টির অনেক অসম্পূর্নতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের গঠন বিন্যাস কিভাবে আমাদের আর্থনীতিক কাঠামোর অধঃগামী প্রক্রিয়ার প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখা দেয়।

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বে উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায় (বল্ডিং, ১৯৬৬)। উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা না বাড়াতে পারলে আমাদের সমস্ত বিশ্লেষণ, নীতি, কর্মসূচী ও কৌশল ভ্রান্ত হতে বাধ্য। আমাদের পরিকল্পনা শুধুমাত্র আর্থনীতিক

তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রচনা করা চলবে না। সাথে সাথে আর্থনীতিক উপাত্ত সমূহের উপর পরিকল্পনার ভিত্তি দাড় করাতে হবে। সমাজতত্ত্ববিদ বয়লির কথা দিয়ে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই ঃ

"The Values included in income are valued in exchange, which are dependent not only on the goods and services in question but also on the whole complex of a society..... the numerical measurement of total national income is thus dependent on the distribution of income and would alter with it."

গ্রন্থপুঞ্জি ঃ

১. হোসেইন, মোতাহার ১৯৮৮। The System of National Accounts in Banglladesh, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বুক সেন্টার, গ্রন্থ ভবন, বঙ্গবন্ধু এ্যাভেনিউ, ঢাকা-১২০২, বাংলাদেশ।

২. পরিকল্পনা কমিশন। ১৯৮৫। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩. ------ ১৯৮৮। Mid-term Review of Third Five Year Plan ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৪. সেন, অনুপম। ১৯৮৯। বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও সমাজ, সামাজিক অর্থনীতির স্বারূপ, প্রকাশকঃ সাহিত্য সমবায়। ১০২/ফ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪।

৫. বলডিং, কেনেথ, ই,। ১৯৬৬। The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics, American Economic Review, May ১৯৬৬, পৃঃ ১১।

৬. বয়লি, এ, এস,। ১৯২৩। The Nature and Purpose of the Measurement of Social Phenomena, 2nd edition, পৃঃ ২৮৮।

৭. স্মিথ, এড্যাম। Wealth of Nations, সম্পাদনা কেনান, ভলিউম ১, অধ্যায় ৫, পৃঃ-৩৫১।